দৈনিক সংবাদ

6/১০/2000

আমার প্রিয় শিক্ষক ঃ মোহাম্মদ নোমান

আমিরুল ইসলাম চৌধুরী

আমার জীবনে যাদেরকে শ্রদ্ধা করি তাদের মধ্যে প্রথম সারির একজন ব্যক্তি অধ্যাপক নোমান। আমার প্রিয় শিক্ষক। জাঁদরেল চেহারার গম্ভীর ভঙ্গির শিক্ষক তিনি ছিলেন না। কথা বলতেন মৃদু স্বরে। তাতে শ্রোতা ও বক্তার মধ্যে কখনও দূরত্ব বাড়েনি। আমি তাকে শিক্ষক হিসেবে পেলাম ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট প্রথম বর্ষ ইংরেজি ক্লাসে। বছরটা ১৯৫৬। ক্লাসে পড়ানোর ব্যাপারে তার অসাধারণ সহজাত ক্ষমতা ছিল। ক্লাস লেকচার তিনি সহজেই আকর্ষণীয় করতে পারতেন, বিষয় যতই কঠিন হোক।

নোমান স্যার আমাদের ইংরেজি পড়াতেন। নির্বাচিত প্রবন্ধ/গল্প ইত্যাদি ছাড়াও তিনি ইংরেজির অন্য বিষয়ে যেমন প্রেসি, Description-এর ক্লাস নিতেন। এমনি একটি ক্লাসে তিনি Detective সম্পর্কে এক পাতার একটি সংক্ষিপ্ত Description লিখতে বললেন। সেদিন আমার লেখাটি তার পছন্দ হয়েছিল। ওইদিনই তার নজরে পড়লাম। এই নজরে পড়াতে আমাকে পরবর্তী সব ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হয়েছে। ক্লাসে যথেষ্ট যত্নসহকারে লেখালেখি করতে হয়েছে। আমাকে মনোযোগী ছাত্র হতে উৎসাহিত করেছে এই নজরে পড়া। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফরম জমা দিলাম। অতিরিক্ত বিষয়ে পরীক্ষা না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেই এবং সেইভাবে ফরম জমা দেই। তিনি তা টের পেয়ে আমাকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে অতিরিক্ত বিষয় উল্লেখ করার জন্য বলেন। তার এই নির্দেশ পালন করাতে আমার পরীক্ষার ফলাফল ভাল হয়েছিল। তিনি ছাত্রদের প্রতি কত খেয়াল রাখতেন এটাই তার প্রমাণ।

অধ্যাপক নোমানের সামনে কোন খারাপ কাজ লুকিয়ে করাও সম্ভব ছিলো না। এমন একজন সৎ লোকের উপস্থিতিতে লুকিয়েও কোন খারাপ কাজ করা ঠিক হবে না— এই মনোভাব থেকেই এটা কেউ পারতো না। হোক না তার চোখের আড়ালে। একবার এক পরীক্ষায় আমাদের রুমে একজন ছাত্র নকল করছিল। নোমান স্যার এলেন সেই রুমে। ছাত্রটি রুম থেকে বেরিয়ে গিয়ে নকলের কাগজ ফেলে দিয়ে এলো। আমাদের কাছে স্বীকার করেছিল, স্যারের উপস্থিতিতে এটা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, স্যার তাকে এ কাজ করতে দেখুক বা না দেখুক। একজন সৎ ব্যক্তি অন্যকে এভাবেই সৎ পথে থাকার প্রেরণা দেয়।

শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে এলেন। কিছুদিনের জন্য তিনি উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এ সময় তাকে কখনও কোন দায়িত্ব এড়াতে দেখিনি। দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বেড়াবার লোক তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। আমার সহপাঠী, তার ছোট ভাই দাদুর সূত্রে বাসায় যাওয়া আসা শুরু। সেই যাওয়া আসা এখনও অব্যাহত। বাংলাদেশে এমন একটি পরিবার খুব একটা চোখে পড়ে না। ভাইদের মধ্যে অসম্ভব মিল। বন্ধের দিনগুলো সব ভাই ও তাদের ছেলেমেয়েরা একত্রে দিন কাটান নিয়মিতভাবে। সব ভাই ক্রিকেট খেলার অসম্ভব ভক্ত। টিভিতে কোন ক্রিকেট খেলা দেখালে তা পরিবারের সব সদস্য একত্রে দেখতেন। পরিবারের বড় ভাই হিসেবে তিনি ছিলেন সবার নির্ভরস্থান।

তার সাথে লোকজন এতো সহজে মিশতো এবং তিনি মিশবার মতো এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতেন যে, কে সদ্য পরিচিত এবং কে বহুদিনের পরিচিত তা আলাদাভাবে বলা মুশকিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন স্বনিয়ন্ত্রিত ও সত্যনিষ্ঠ। নীতিবোধ, রাজনীতিতে তার বিশ্বাস, ধর্ম সম্পর্ক তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আধুনিক।

নিজে শিক্ষকতা করি। অন্তত শিক্ষকতায় তার আদর্শ রক্ষা করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

[লেখক ঃ সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়]